DHAKA PROBE

সত্যের সাথে, সত্যের পথে

সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) তৈরি: 14 Nov 2026, 07:12 PM

অর্থনীতি

জ্বালানি তেলের মজুত ৯০ দিনে উন্নীত করতে বিপিসির পরিকল্পনা

প্রতিবেদক: ঢাকা প্রোব ডেস্ক
প্রকাশের তারিখ: সোমবার, ০৯ নভেম্বর ২০২৬, ০৭:১৭ AM



জ্বালানি তেলের মজুত ৯০ দিনে উন্নীত করতে বিপিসির পরিকল্পনা

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের সরবরাহ ও দামের অনিশ্চয়তার মধ্যে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মজুত সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ২০২৭ সালের মধ্যে ৯০ দিনের চাহিদার সমপরিমাণ জ্বালানি তেল সংরক্ষণের সক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)। এ জন্য নতুন ট্যাংক নির্মাণের পাশাপাশি বন্ধ ও অব্যবহৃত সংরক্ষণাগার সংস্কার করে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বিপিসির চেয়ারম্যান ড. মো. রফিকুল ইসলাম গতকাল রোববার (৮ নভেম্বর) বলেন, বর্তমানে দেশে জ্বালানি তেল মজুতের সক্ষমতা ৬০ দিনের বেশি। চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে তা ৭১ দিনে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। পরবর্তী সময়ে ২০২৭ সালের মধ্যে এ সক্ষমতা ৯০ দিনে নেওয়া হবে।

বিপিসি চেয়ারম্যানের ভাষ্য, বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে জ্বালানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে যাতে দেশের শিল্পকারখানাসহ বিভিন্ন খাতের কার্যক্রম ব্যাহত না হয়, সে জন্য মজুত বাড়ানো প্রয়োজন। এ লক্ষ্যেই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং বিপিসি বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে।

বিপিসি সূত্রে জানা গেছে, মজুত সক্ষমতা বাড়াতে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত সংরক্ষণ ট্যাংক ভাড়ায় নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। বন্ধ থাকা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর ৮২ হাজার ২০০ টন ধারণক্ষমতার ট্যাংক সংস্কার করে পুনরায় ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ওমেরার কাছ থেকে ৩০ হাজার টন ধারণক্ষমতার সংরক্ষণ সুবিধা ভাড়া নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে বিপিসির আওতাধীন পদ্মা অয়েল, মেঘনা পেট্রোলিয়াম ও যমুনা অয়েলের নিজস্ব জায়গায় নতুন ট্যাংক নির্মাণের কাজ চলছে। এর মধ্যে পদ্মা অয়েলে ৯ হাজার ৫০০ টন ধারণক্ষমতার দুটি, মেঘনা পেট্রোলিয়ামে ১০ হাজার টন ধারণক্ষমতার তিনটি এবং যমুনা অয়েলে ৫৮ হাজার ৫০০ টন ধারণক্ষমতার নতুন সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে।

ডিজেলের চাহিদা সবচেয়ে বেশি

জ্বালানি বিভাগের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, ২০২৬ সালে দেশে সব ধরনের জ্বালানি তেলের মোট চাহিদা ৮৪ লাখ ২৬ হাজার ৪০০ মেট্রিক টন। এর মধ্যে ডিজেলের চাহিদা ৪৪ লাখ ৭৩ হাজার টন। মাসে গড়ে এ জ্বালানির প্রয়োজন ৩ লাখ ৭২ হাজার ৭৫০ টন।

এ ছাড়া বছরে ফার্নেস অয়েলের চাহিদা ৭ লাখ ৩৫ হাজার টন, জেট ফুয়েলের ৬ লাখ ৬৩ হাজার টন, অকটেনের ৪ লাখ ৩৯ হাজার ৯০০ টন এবং পেট্রোলের চাহিদা ৪ লাখ ৮৮ হাজার ৫০০ টন।

বিপিসির আওতাধীন ছয়টি প্রতিষ্ঠানের মোট জ্বালানি তেল সংরক্ষণক্ষমতা ১৫ লাখ ৪৪ হাজার ৬৬ টন। এর মধ্যে ৬৭ হাজার ৬৩২ টন ধারণক্ষমতার অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে। সংস্থাটির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে ডিজেল ৫৭ দিন, অকটেন ৪৬ দিন, পেট্রোল ২৯ দিন এবং ফার্নেস অয়েল ৭৮ দিনের চাহিদার সমপরিমাণ মজুত রাখা সম্ভব।

জাতীয় জ্বালানি নীতি-১৯৯৬ অনুযায়ী, দেশে ৬০ দিনের কৌশলগত জ্বালানি তেল মজুত রাখার বিধান রয়েছে। এর বাইরে বিদ্যুৎকেন্দ্র, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনসহ (বিআরটিসি) সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব ব্যবহারের জন্য ১ লাখ ৪২ হাজার ২৯৮ টন ডিজেল এবং ১ লাখ ৭৮ হাজার ৪০০ টন ফার্নেস অয়েল সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

অব্যবহৃত ট্যাংক কাজে লাগানোর পরামর্শ

জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মজুত সক্ষমতা বাড়াতে নতুন জমি অধিগ্রহণ ও বড় অবকাঠামো প্রকল্পের ওপর নির্ভর না করে বিদ্যমান স্থাপনাগুলো ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া বেশি কার্যকর হতে পারে। তাঁদের মতে, অব্যবহৃত ট্যাংক সংস্কার, কম ব্যবহৃত কেরোসিনের ট্যাংক ডিজেল সংরক্ষণের উপযোগী করা এবং বিদ্যুৎকেন্দ্র ও রেলওয়ের অতিরিক্ত ট্যাংক কাজে লাগালে তুলনামূলক কম খরচে মজুত বাড়ানো সম্ভব।

এদিকে সিলেটে পদ্মা অয়েল ডিপোর ১ হাজার ৩৭ টন ধারণক্ষমতার তিনটি জেট ফুয়েল ট্যাংক ডিজেল সংরক্ষণের উপযোগী করা হচ্ছে। ভৈরব বাজার ডিপোতে নির্মাণ করা হচ্ছে ২ হাজার ১৬৫ টন ধারণক্ষমতার পাঁচটি ট্যাংক।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা গেলে আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা কিংবা আমদানি ও সরবরাহব্যবস্থায় সাময়িক বিঘ্ন দেখা

দিলেও দেশের জ্বালানি চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে বাড়তি নিরাপত্তা তৈরি হবে।

এ বিভাগের আরও খবর



নভেম্বরের প্রথম ৯ দিনে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৩১.৬০ শতাংশ

চলতি বছরের নভেম্বর মাসের প্রথম ৯ দিনে দেশে ১২৮ কোটি ৩০ লাখ মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এ আয় বে...



৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানত ফেরাতে ২৭০৭ কোটি টাকা চায় বাংলাদেশ ব্যাংক

দীর্ঘদিন ধরে আমানতের টাকা ফেরত না পাওয়া ৯টি ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের পাশে দাঁড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এসব প্র...



টানা দুই দফা বাড়ার পর কমল সোনার দাম

টানা দুই দফা বাড়ার পর দেশের বাজারে সোনার দাম কমিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার...



দেশের আর্থিক খাতের অস্তিত্ব হুমকির মুখে: ড. মাহবুব উল্লাহ

দেশের আর্থিক খাত ও সামগ্রিক অর্থনীতি এক গভীর সংকটের মুখে রয়েছে বলে সাবধান করেছেন জাতীয় অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ। তিনি বলেছেন, □□আমাদের ব্যাং...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://www.dhakaprobe.com/economy/jbalani-teler-mjut-90-dine-unnit-krte-bipisir-priklpna